Contents

সোনামণি প্রতিভা

৩২তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর
২০১৮

- ইসলামে পোশাকের বিধান
- ছালাতের বাস্তব শিক্ষা
- পবিত্রতা অর্জনে ওযূ
- তাক্বদীর
- বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম
- বানান শিক্ষা
- বাইসাইকেল পুরস্কার
- কেমন হবে শিশুর খাবার

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩২তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর

২০১৮

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
- হাদীছের গল্প ১৭
- এসো দো'আ শিখি ১৯
- ভ্রমণ স্মৃতি ২১
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৫
- কবিতাগুচ্ছ ২৭
- একটুখানি হাসি ২৮
- আমার দেশ ২৯
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩০
- রহস্যময় পৃথিবী ৩১
- সাহিত্যাঙ্গন ৩৩
- দেশ পরিচিতি ৩৩
- যেলা পরিচিতি ৩৪
- আজব হলেও গুজব নয় ৩৪
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৫
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

শিষ্টাচার

মানব জীবনে সফলতা লাভের জন্য আদব বা শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদর্শ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি কাজ সঠিক নীতি ও আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হওয়াকে আদব বা শিষ্টাচার বলে। জীবন চলার পথে দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্রতা অর্জন করতে হয়। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-গুরুজন ও পরিচিত-অপরিচিত সকলের সাথে কুশল বিনিময়ে ও চলাফেরায় ইসলামী শিষ্টাচার মানুষকে সুসভ্য মানুষ রূপে গড়ে তোলে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তুমি আদব অন্বেষণ কর। কারণ আদব হল বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলীল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রবাস জীবনের সঙ্গী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ' *(সাফারিঈনী, গিযাউল আলবাব ১/৩৬-৩৭; আত-তাহরীক, ২১/১১ আগস্ট '১৮ পৃ. ৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্রতার সর্বোত্তম নমুনা এবং সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, 'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলম ৬৮/৪)*।

তাই দেখা যায় নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত-পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৭৮১)*।

শৈশব থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামী শিষ্টাচার মানুষকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দেয়। মহানবী (ছাঃ) মুচকি হেসে সুস্পষ্ট ভাষায় সুন্দরভাবে মানুষের সাথে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। একেই লোকেরা 'জাদু' বলত। পৃথিবীতে যত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সুন্দর কথা ও আচরণ দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নত ও ভদ্র ভাষা প্রয়োগ করে সহজেই মানুষের মন জয় করা যায়। ১০ম নববী বর্ষে ইয়ামনের ঝাড়-ফুঁককারী কবিরাজ যেমাদ আযদী মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কথিত জিন ছাড়ানোর তদবীর করতে গিয়ে তাঁর মুখের উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়ে হাত বাড়িয়ে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০)*।

www.ahlehadeethbd.org

তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে কঠোরতা ও কর্কশভাষা পরিত্যাগ করে ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে। বেদুঈনদের রূঢ় আচরণে মহানবী (ছাঃ) ছবর অবলম্বন করতেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

শিষ্টাচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সদাচরণ ও ক্ষমা। উত্তম আচরণ ও ক্ষমার দ্বারা মানুষের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করা যায়। এজন্য বলা হয় ক্ষমাই উত্তম প্রতিরোধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তার জ্বলন্ত উদাহরণ হল অপরাধী ইয়ামামাবাসী মুশরিক নেতা ছুমামা বিন উছাল। মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা অবস্থায় তিন দিন রাসূল (ছাঃ) তার সাথে সুন্দর আচরণ করেন। ফলে ছাড়া পেয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন *(বুখারী হা/৪৬২)*।

ইসলামী শিষ্টাচারই পারে এভাবে মানুষকে ক্ষমাশীলতা শিক্ষা দিতে। তাই তো মহান আল্লাহ বলেন, 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*।

দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচার মানুষকে সর্বাধিক ভদ্র হতে শেখায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হাঁচি দিতেন তখন মুখমণ্ডল হাত বা কাপড় দ্বারা আবৃত করতেন এবং তদ্দ্বারা তাঁর স্বর বন্ধ করতেন *(আবুদাঊদ হা/৫১৯৭; মিশকাত হা/৪৬২৯)*। বিকট শব্দে চিৎকার করে কথা বলা, হাসাহাসি করা বা হৈ হুল্লোড় করা শিষ্টাচারের বহির্ভুত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অট্টহাসি হাসতেন না। তিনি মুচকি হাসতেন' *(বুখারী হা/৪৮২৮)*।

অনুরূপভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখা এবং নিজে পরিপাটি থাকাও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। 'একদা রাসূল (ছাঃ) মসজিদে একজন লোক মাথার চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে দেখে হাত দ্বারা ইশারা করলেন। তা ঠিক করে সে করে ফিরে এলে তিনি বললেন, শয়তানের মত তোমাদের কোন লোকের এলোকেশে আসার চেয়ে এটা কি উত্তম নয়' *(ছহীহাহ হা/৪৯৩)*।

তাই সোনামণি! তোমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দিক নির্দের্শনা মেনে শিষ্টাচারের অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করতঃ সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠ। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনের আলো

ভোগ বিলাসপূর্ণ জীবন-যাপনের ভয়াবহ পরিণতি

1. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

১. 'যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে, আমরা সেখানে যাকে যা ইচ্ছা করি দিয়ে দেই। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি। সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/১৮)*।

2. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

২. 'মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তার আসক্তি সমূহকে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি-পশু ও শস্য-ক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সুন্দরতম প্রত্যাবর্তনস্থল' *(আলে ইমরান ৩/১৪)*।

3. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

৩. 'আমরা তাদের ধনিক শ্রেণীকে যে বিলাসোপকরণ সমূহ দান করেছি, তুমি সেদিকে চোখ তুলে তাকাবে না। আর তাদের ব্যাপারে তুমি দুশ্চিন্তা করো না। ঈমানদারগণের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনত রাখ' *(হিজর ১৫/৮৮)*।

4. إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

৪. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে আল্লাহ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। আর জাহান্নাম হল তাদের ঠিকানা *(মুহাম্মাদ ৪৭/১২)*।

5. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ-حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ-كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ-ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ-كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ-لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ

৫. 'অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও। কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে। কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে (তাহলে কখনো তোমরা পরকাল থেকে গাফেল হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে' *(তাকাছুর ১০২/১-৬)*।

হাদীছের আলো

ভোগ বিলাসপূর্ণ জীবন-যাপনের ভয়াবহ পরিণতি

1. عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

১. হযরত কা'ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর' *(তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১)*।

2. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ বলেন, 'টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। পোশাক বিলাসীরা ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলে খুশি হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়' *(বুখারী হা/২৮৮৬; মিশকাত হা/৫১৬১)*।

3. عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

৩. কা'ব বিন ইয়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য বিপদ রয়েছে। আর আমার উম্মতের বিপদ হল সম্পদ' *(তিরমিযী হা/২৩৩৬; মিশকাত হা/৫১৯৪)*।

4. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ اللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

৪. আমর ইবনু আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দারিদ্রতার ভয় করি না। কিন্তু আমি ভয় যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল' *(বুখারী হা/৩১৫৮; মিশকাত হা/৫১৬৩)*।

5. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে একজন বলে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও। অপরজন বলে, হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও' *(বুখারী হা/১৪৪২; মিশকাত হা/১৮৬০)*।

প্রবন্ধ

ইসলামে পোশাকের বিধান

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ভূমিকা :

পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের দেহ সজ্জিত করা এবং সতর আবৃত করার মাধ্যম। এটি লজ্জা নিবারণের পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম উপায়। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রকৃতি অনুভব করা যায়। এ নিবন্ধে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

পোশাকের গুরুত্ব :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। মানব জীবনে পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক নীতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 'হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাক্বওয়ার পরিচ্ছদ, এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের জন্য পোশাক পরিধান মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অত্র আয়াতে তিন প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) যা দ্বারা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা যায়। মানুষ স্বভাবতই গুপ্তাঙ্গ খোলা রাখতে খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে।

(খ) সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে সমস্ত পোশাক পরিধান করে।

(গ) لِبَاسُ التَّقْوَى অর্থাৎ তাক্বওয়ার পোশাক। এটিই সর্বোত্তম পোশাক। এখানে যে বিষয়টি বুঝানো হয়েছে তা হল, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্তাঙ্গের জন্যে আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম হতে আত্মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার উপায়; তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহভীতিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়।

পোশাকের বৈশিষ্ট্য :

১. সতর আবৃত করা : পোশাক এমন হতে হবে যা পুরোপুরি সতর আবৃত করে। পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত আর নারীর পুরো শরীর সতর। পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্যই হল সতর ঢাকা। সুতরাং যে পোশাক এই উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয় তা শরী'আতের দৃষ্টিতে পোশাকই নয়। এটা পরিত্যাগ করে পূর্ণরূপে সতর আবৃত করে এমন পোশাক গ্রহণ করা যরূরী। পুরুষের

www.ahlehadeethbd.org

জন্য শুধু হাফ প্যান্ট ও মহিলাদের পেট-পিঠ উন্মুক্ত থাকে এমন পোশাক পরিধান করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

২. অমুসলিমদের সাদৃশ্য গ্রহণ না করা : আজকাল হরহামেশা পোশাকের নানা ধরণ, নানা কাটিং দেখা যায়। কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ তা আমরা জানা বা চেনার চেষ্টা মোটেও করি না। অথচ অমুসলিমদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে ইসলামে চূড়ান্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। পোশাকের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যে পোশাক অন্য কোন ধর্মের নিদর্শন প্রকাশ করে বা পরিচয় বহন করে তা বর্জন করা। যেমন ইহূদী-খৃষ্টান পুরোহিতদের পোশাক। হিন্দুদের ধুতি-লেংটি, মাযার পূজারীদের লালশালু এবং শী'আদের অনুকরণে পূর্ণ কালো পোশাক ইত্যাদি। আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পরিধানে দু'টি রঙিন কাপড় দেখে বললেন, إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا 'নিশ্চয় এটা কাফেরদের কাপড়। অতএব তা পরিধান করো না' *(মুসলিম হা/২০৭৭)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাদের পোশাক পরবে সে আমার দলভুক্ত নয়' *(তাবারাণী আওসাত ৩৯২১; ফাতহুল বারী ১০/২৮৪)*।

৩. ফ্যাশন-আসক্তি পরিত্যাগ করা : পোশাক ও সাজ-সজ্জার বিষয়ে সমাজে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও ফ্যাশনের বড় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন যে ফ্যাশন বের হচ্ছে তখন নির্বিচারে অনুকরণকেই 'আধুনিকতা' মনে করা হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে অমুসলিম বা ফাসেক লোকদের রীতি-নীতিই অধিক অনুকরণীয় হতে দেখা যায়। বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ শরী'আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। যা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

৪. অধিক পাতলা না হওয়া : যে সমস্ত পোশাক পরিধানের পরেও সতর দেখা যায় কিংবা সতরের আকৃতি পোশাকের উপরে ফুটে উঠে এমন পোশাক পরা উচিত নয়। পোশাক পরিধানের মূল উদ্দেশ্যই হবে দেহকে ভালভাবে আবৃত করা। যাতে দেহের গোপনীয় স্থানসমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*। আসমা বিনতে আবুবকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাতলা পোশাক পরিধান করে আসলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلُحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ 'হে আসমা! মহিলারা যখন ঋতুবর্তী হয় তখন দুই হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের অন্য কোন অঙ্গ দেখা বৈধ নয়' *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*। অত্র হাদীছে মুখমণ্ডল ও

হাতের কব্জি খুলে রাখার কথা বলা হলেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আমার তাঁবুতে ছিলাম, আমার চক্ষু আমার উপর প্রভাবিত হল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল আস-সুলামী সৈন্যদের পিছনে লক্ষ্য রাখছিল। সৈন্যরা রাত্রের প্রথম প্রহরে চলে আসল। তিনি আমার তাঁবুর নিকটে সকাল করলে দেখতে পেলেন ঘুমন্ত কালো একজন মানুষ। অতঃপর তিনি আমার নিকটে আসলেন এবং আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি আমাকে পর্দার বিধানের পূর্বে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্নালিল্লাহ' পড়লে আমি জাগ্রত হই। আমি (তাকে দেখে) আমার চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করলাম' *(বুখারী হা/৪৭৫০; মুসলিম হা/২৭৭০)*। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মুখ ঢেকে চলাফেরা করতেন। সুতরাং ফেতনার এ সময়ে নারীদের মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি সহ পুরো শরীর ঢেকে চলাই উত্তম। অন্যদিকে পরিধেয় পোশাক যদি এরূপ হয় যে, আবৃত অংশের চামড়া বা হুবহু আকৃতি তার বাইরে থেকে ফুটে ওঠে তাহলে তাতে পোশাকের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এরূপ পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, জামরাহ ইবনু ছা'লাবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একজোড়া ইয়ামানী কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে জামরাহ! তুমি কি মনে কর যে, তোমার এ কাপড় দু'টি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? জামরাহ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে আমি বসার আগেই (এখনই) কাপড় দু'টি খুলে ফেলব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি জামরাকে ক্ষমা করে দিন। তখন জামরাহ দ্রুত গিয়ে তার কাপড় দু'টি খুলে ফেলেন' *(আহমাদ হা/১৯৪৯৪)*।

৫. পুরুষ টাখনুর উপরে এবং নারী টাখনুর নিচে পরিধান করা : এমন পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যেগুলোকে শরী'আত অহংকারীদের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছে এবং তা পরিধান করতে নিষেধ করেছে। যেমন পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার ও টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা। রাসূলুল্লাহ বলেন, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান থেকে বিরত থাকো। কেননা এটা অহংকারবশত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(আবুদাঊদ হা/২৭৫; আহমাদ হা/২৪১৯)*। তিনি আরো বলেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا 'যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ তার কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না' *(বুখারী হা/৫৭৮৮; মিশকাত হা/৪৩১১)*। তিনি আরো বলেন,

مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ 'যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ তার কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরবে, সে জাহান্নামী, *(বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪)*।

৬. অধিক চাকচিক্য না করা : বর্তমানে কিছু নারী-পুরুষ এমন কতগুলো পোশাক পরিধান করে যা দ্বারা একে অন্যকে আকৃষ্ট করে। দেখতে না চাইলেও দৃষ্টিকে নিজের করে রাখা সম্ভব হয় না। পোশাকে কতগুলো চুমকি লাগানো থাকে যা অন্ধকার রাতে জোনাকি পোকার মত আলো ছড়ায়। যা দেখে বখাটে যুবকরা কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অথচ এমন মানুষের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী। অবশ্য আমি তাদেরকে দেখতে পাব না।...তাদের এক শ্রেণী হবে এমন নারী, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থেকে অপরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অপরের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের চুল হবে বুখতি উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ অনেক দূর হতে পাওয়া যায়' *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*।

৭. পুরুষের রেশম ও স্বর্ণ পরিহার করা : পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় পরা ও তার ওপর বসা নিষিদ্ধ। ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ 'তোমরা রেশম পরিধান করো না। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা পরিধান করতে পারবে না' *(মুসলিম হা/২০৬৯)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বাজারে বিক্রয় হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা নিয়ে ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এটি ক্রয় করে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, এটি তো তার পোশাক, যার (আখেরাতে) কল্যাণের অংশ নেই। এ ঘটনার পর ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র যতদিন ইচ্ছা ততদিন অতিবাহিত করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিকট একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন, ওমর (রাঃ) তা গ্রহণ করেন এবং সেটি নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনি তো বলেছিলেন, এটি তার পোশাক, যার (আখেরাতে) কল্যাণের অংশ নেই। অথচ আপনি এ জুব্বা আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি এটি বিক্রয় করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তোমার প্রয়োজন পূরণ কর' *(বুখারী হা/৯৪৮)*।

[চলবে]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছালাতের বাস্তব শিক্ষা

মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছালাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এতে পরকালীন ছওয়াবের সাথে সাথে দুনিয়াবী বাস্তব শিক্ষাও রয়েছে। বিধান অনুযায়ী ছালাত আদায় করলে একদিকে আল্লাহ্র বিধান পালন করা হয়, অপর দিকে পার্থিব জীবনেও নৈতিকতার উন্নতি ঘটে। নিম্নে ছালাতের কতিপয় বাস্তব শিক্ষা বর্ণনা করা হল-

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :

ছালাতের পূর্ব শর্ত পবিত্রতা অর্জন করা। পবিত্রতা অর্জন করতে ওযূ গোসলের প্রয়োজন হয়। একজন মুমিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ছালাত আদায় করতে ওযূ করে প্রয়োজনে গোসল করে শরীরকে পরিষ্কার করে। অপর পক্ষে অন্য কোন ধর্মের লোক এভাবে পবিত্রতা অর্জন করেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন (তার পূর্বে বে-ওযূ থাকলে ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর। আর যদি তোমরা নাপাক হয়ে যাও, তাহলে গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা টয়লেট থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং এজন্য তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত উক্ত মাটি দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনরূপ সংকীর্ণতা চান না। বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করতে। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। অত্র আয়াতে ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান বিবৃত হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত চারটি ফরয তথা মুখমণ্ডল, দু'হাত, দু'পা ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করা ব্যতীত ওযূতে বাকী সবই সুন্নাত।

মিসওয়াক করা :

ছালাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যথা নিয়মে দাঁত পরিষ্কার করলে মুখে দুর্গন্ধ থাকেনা। রোগের আশংকা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ)

www.ahlehadeethbd.org

হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ 'আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হলে আমি তাদেরকে প্রতি ছালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। *(বুখারী হা/৮৩৮)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ 'নিশ্চয় মিসওয়াক করা মুখের পরিচ্ছতা, প্রভুর সন্তুষ্টি' *(আহমাদ হা/২৪৯৬৯)*। ছালাত আদায় করতে হলে দৈনিক পাঁচবার ওযূ করতে হয় যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় অঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করে। এটা নাক, মুখ, চোখ, দাঁত ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখার অতুলনীয় কৌশলও বটে। যদি মুছল্লীর শরীর, জামা-কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে অন্য মুছল্লীর কষ্ট হয় না। বরং সুন্দর ও সুস্থ মন নিয়ে একে অপরের সাথে দাঁড়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আর এই শিক্ষাটি কেবল মাত্র ছালাত থেকেই পাওয়া যায়।

সময়ানুবর্তিতা :

মানব জীবনে সময়ের মূল্য অপরিসীম। সময় এবং নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। ছালাত মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়নিষ্ঠা শিক্ষা দেয়। কারণ একজন মুমিনকে দৈনিক পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করতে হয়। এতে সে সময়ের প্রতি সচেতন হয়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 'নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হয়েছে' *(নিসা ৪/১০৩)*। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ছালাতের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করা মুমিন বান্দাকে সময়নিষ্ঠ হতে এবং সময়ের প্রতি গুরুত্ব উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে। অকারণে সে সময় নষ্ট করে না। এতে সে জীবনের সব কাজেই সময়নিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠে । যারা সময়ের প্রতি যত্নবান তারা জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে। সময় মত ছালাত আদায় একজন মানুষকে যথাসময়ে কর্মস্থলে কর্তব্য পালনের শিক্ষা প্রদান করে। আযানের ধ্বনির সাথে সাথে মুমিন আল্লাহ্র আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে জমায়েত হয় । এর অনুসরণে সেনাবাহিনীসহ সকল বাহিনীই নির্ধারিত সময়ে কর্মক্ষেত্রে ইউনিফর্ম পরিধান করে তাদের কর্তব্যে দ্রুত যোগদান করে।

শৃঙ্খলা :

শৃঙ্খলা মানে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অপরিসীম। রাস্তা-ঘাটে যানবাহন চালাতে চালককে যেমন একটি বিশেষ নিয়ম মানতে হয়। আর এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। তেমনি মানুষের জীবনও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির অধীনে আবদ্ধ। বিশৃঙ্খলভাবে মানুষ জীবন

পরিচালনা করলে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আর যদি সুশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনা করে তাহলে নিজে যেমন উপকৃত হবে তেমনি সমাজের অন্য ব্যক্তিও নিরাপদে থাকবে। শৃঙ্খলার এই শিক্ষা ছালাত থেকেই পাওয়া যায়। ছালাত একাকী হোক আর জামা'আতবদ্ধ হোক, বান্দাকে এক কিবলার দিকেই মুখ ফিরাতে হয়। একই সময়ে নির্দিষ্ট ছালাত আদায়ের জন্য একই ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। এভাবে ছালাত আদায়ের ফলে মুমিনের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ ও নেতার প্রতি আনুগত্যবোধ গড়ে ওঠে। সমাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে, সকলে মিলেমিশে মীমাংসা করার শিক্ষা ছালাত আদায়ের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

একাগ্রতা :

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে একাগ্রতার সাথে ছালাত আদায় করা। ছালাত আদায়ের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট তার আবেদন, নিবেদন পেশ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে। আর আল্লাহ তা'আলাও বান্দার আবেদন গ্রহণ করে থাকেন। তাহলে বান্দাকে অবশ্যই বিনয়ের সাথে ছালাতে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ 'আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। গভীর মনোযোগের সাথে কোন কাজে নিয়োজিত না হলে মন স্থির থাকেনা। তাছাড়া শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে বান্দার সকল ইবাদত বিশেষত ছালাত নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বিষয় মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলে। তাই বান্দার মন ছালাতে ঠিক থাকে না। এজন্যই বান্দাকে বিনয়ী, একাগ্রতা ও মনের স্থিরতার সাথে ছালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে বিনয়ী বা একাগ্রচিত্ত' *(মুমিনূন ২৩/১-২)*। যে কোন কাজে সফলতার জন্য একাগ্রতা অত্যন্ত যরূরী। শুধু ছালাতে নয় বরং সকল কাজেই একাগ্রতা শিক্ষা দেয় ছালাত।

নিয়মানুবর্তিতা :

ছালাত মানুষকে এমন নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যে প্রশিক্ষণের মধ্যে মানবজাতির কল্যাণ নিহিত। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের অর্জিত কিছু গুণ হল-

১. মানুষ তার প্রভুর দেওয়া কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত হয়।

২. সমাজের প্রতি কে অনুগত আর কে বিদ্রোহী ছালাত তা নির্ধারণ করে দেয়।

৩. মানুষকে পূর্ণ আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলে এবং তাকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকতে সাহায্যে করে।

৪. চরিত্র শক্তিকে আরও দৃঢ় করে এবং দুর্বলতা দূর করে।

দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টি :

সাত বছর বয়সে ছেলে-মেয়েদের ছালাতের তাগিদ দিতে বলা হয়েছে।

এতে তারা শিথিলতা করলে দশ বছর বয়সে তাদের প্রহার করে ছালাতে অভ্যস্ত করে তোলার নির্দেশ রয়েছে। ছালাত আদায়ের দায়িত্ব হতে কেউ রেহাই পায় না। ছালাতের সময় হলে সকল মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ছালাত আদায় করতে বাধ্য। যে ব্যক্তি নিয়ম-নীতি মেনে, সময়নিষ্ঠ হয়ে একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করবে, সে অবশ্যই হবে একজন দায়িত্ব সচেতন, সুশৃঙ্খল ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এমন ব্যক্তি সমাজে শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আনুগত্য :

ছালাত পূর্ণ আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। চাইলেই একজন মুছল্লী ইমামের আগে রুকূ-সিজদা কিংবা সালাম ফিরতে পারে না। ইমামের অপেক্ষায় থাকতে হয়। সমাজ ও সাংগঠনিক জীবনে প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে এ গুণ থাকা আবশ্যক।

সাম্য :

জামা'আতে ছালাত আদায়কারী মুছল্লীগণ মসজিদে একত্রিত হয়ে একই কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হয়। মসজিদে ইমাম ব্যতীত অন্য কারো জন্য স্থান নির্ধারিত থাকে না। সকল মুক্তাদিই ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, রাজা-প্রজা, ছোট-বড়-এর মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকে না। এটা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদের মূর্ত প্রতীক। সমাজে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করে। সামাজিক যে কোন সমস্যা সমাধানে একতাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসে এবং শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে সক্ষম হয়। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের এ শিক্ষা একজন মুমিনকে সমাজের অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহাসুভূতিশীল, দায়িত্বশীল ও সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। এতে সমাজ থেকে কলহ, বিবাদ উঠে যায়, প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আদর্শ সমাজ।

ছালাতের বাস্তব শিক্ষা মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। তাই বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রেখে ছালাত আদায় করে তবে সমাজে কখনো অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সৃষ্টি হতে পারে না। সঠিক মর্ম বুঝে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ছালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

> আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'ঈমানদার ছাড়া কাউকে সাথী কর না। আর পরহেযগার ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮)*।

পবিত্রতা অর্জনে ওযূ

লিলবর আল-বারাদী
যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হিসাবে পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য। পবিত্রতা ছাড়া ইবাদত হয় না, এমন একটি ইবাদত হল ছালাত। ছালাতে দাঁড়ানোর পূর্বেই ওযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ 'পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কারো ছালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১)*। আর মুসলমান সর্বদা পবিত্র এবং মুশরিকগণ অপবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ 'হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক বা অপবিত্র' *(তওবা ৯/২৮)*।

পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হল ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম। সোনামণিদের এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা নিতে হবে। তাদের সহজভাবে জানানোর জন্য নিচে সংক্ষিপ্ত ভাবে ওযূ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১. ওযূর ফযীলত :

ওযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এই পবিত্রতার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক' *(মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১)*।

ক. ওযূ হল ছালাতের চাবি : ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর ছালাতে দাঁড়ানোর পূর্বে উত্তমরূপে ওযূ করা প্রয়োজন। কেননা ছালাতের চাবি হল ওযূ। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ 'ছালাতের চাবি হল ওযূ, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়' *(তিরমিযী হা/২৩৮; মিশকাত হা/৩১২)*।

খ. ওযূর পানিতে ছোট পাপ ঝরে যায় : ওযূর মাধ্যমে যে সকল স্থান ধৌত করা হয় এবং সেই ধৌতকৃত পানির অবশিষ্টগুলো ফোটায় ফোটায় যেভাবে মাটিতে ঝরে পড়ে; অনুরূপভাবে মানুষের পাপ রাশি ঝরে পড়ে এবং সে পাপ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলিম অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করার সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন,) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে উভয় হাত ধৌত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে উভয় পা ধৌত করে তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এইভাবে সে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়' *(ইমাম নববী, শারহু মুসলিম হা/৫৭৬)*।

গ. ওযূতে গুনাহ ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধি : ওযূর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে (এমন কাজ) জানাবো না, যা করলে আল্লাহ বান্দার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন, কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করা, ছালাতের জন্য মসজিদে বার বার যাওয়া এবং এক ছালাতের পর আর এক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এই কাজগুলোই হল সীমান্ত প্রহরা' *(ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, হা/৫৮৬)*।

ওছমান (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওছমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)-এর জন্য ওযূর পানি নিয়ে আসলে তিনি ওযূ করে বললেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। ঐ হাদীছগুলো কি তা আমার জানা নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

'যে ব্যক্তি এভাবে ওযূ করে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। ফলে তার ছালাত ও মসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল হিসাবে গণ্য হয়' *(ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, হা/৫৪৩)*।

ঘ. ওযূতে শয়তানের গিঁট খুলে : ঘুম থেকে জেগে ওযূ করলে শয়তানের গিঁট খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহ'লে একটি গিঁট খুলে যায়। পরে ওযূ করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। অতঃপর ছালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে' *(বুখারী হা/১১৪২)*।

ঙ. ওযূর স্থান দেখে কিয়ামতের মাঠে রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে চিনবেন : কিয়ামতের মাঠে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে চিনবেন। ওযূর বদৌলতে তারা তাদের ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হবে। এ ব্যাপারে ছাহাবীগণ বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আপনার উম্মতের এমন লোকদের কিভাবে চিনবেন যারা এখনও

www.ahlehadeethbd.org

দুনিয়াতেই আসেনি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির নিকট কাল এক রঙ্গা বহু ঘোড়ার মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়া সমূহ চিনতে পারবে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের লোকেরাও ওযূর কারণে (ক্বিয়ামতের দিন) সেইরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা অবস্থায় উপস্থিত হবে। আর আমি হাউযে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসাবে উপস্থিত থাকব' *(মুসলিম হা/২৩৪; মিশকাত হা/২৭৮)*।

২. ওযূর নিয়ম-পদ্ধতি :

(১) প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করা *(বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১)*।

(২) 'বিসমিল্লাহ' বলা *(তিরমিযী হা/২৫; মিশকাত হা/৪০২)*।

(৩) ডান হাতে পানি নিয়ে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা ও আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০১)*।

(৪) ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ও নাক ঝাড়া বা পরিষ্কার করা *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৪)*।

(৫) সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা ও দাড়ি খিলাল করা *(তিরমিযী হা/২৯-৩১; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০; মায়েদা ৫/৬)*।

(৬) দুই হাত (প্রথমে ডান ও পরে বাম) কনুই সমেত ধৌত করা *(বুখারী হা/১৪০; মায়েদা ৬)*।

(৭) সম্পূর্ণ মাথা এবং কানের ভিতর অংশ ও পিছন অংশ মাসাহ করা *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৩-৯৪; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৩ ও ৪১৪)*।

(৮) দুই পা টাখনু সমেত ধৌত করা ও বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৪)*।

(৯) ওযূ শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দেয়া *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬১)*।

(১০) ওযূ শেষে দো'আ পাঠ করা *(মুসলিম হা/৫৭৭; তিরমিযী হা/৫৫)*। নিচের দো'আটি- أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ 'অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন' *(তিরমিযী)*।

এ দো'আর গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ 'যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযূ করবে ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯)*।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের গল্প

তাক্বদীর

তাহসীনুল ইসলাম
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

অস্থায়ী এই পৃথিবীতে মানুষের আয়ু নির্ধারিত। চাইলেই মানুষ তার আয়ু হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে না। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে সে প্রভুর ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য। এ অল্প সময়ে মানুষের জীবনে কি ঘটবে তাও লিখা আছে আল্লাহ্র দফতরে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির ভাগ্য লিখে রেখেছেন আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে' *(মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯)*। সুতরাং তাক্বদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমাদের কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ কোন মানুষ চাইলেই কারো তাক্বদীর পরিবর্তন করতে পারবে না, আল্লাহ যতটুকু লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত। তবে আল্লাহ মানুষের ভাগ্যে কি লিখে রেখেছেন তাতো মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তাই বসে না থেকে সাধ্যানুযায়ী কর্ম করতে হবে। কর্মের পরে যা ঘটে যাবে তা হাসি মুখে বরণ করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে সওয়ারীতে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিব। আল্লাহ্র বিধানকে সংরক্ষণ কর আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহ্র বিধানকে হেফাযত কর, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। কিছু চাইলে তাঁর নিকটেই চাইবে। সাহায্য চাইলে তাঁর নিকটেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ! যদি সমস্ত সৃষ্টিজগৎ একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তারা যদি সমবেতভাবে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলেও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন তার বাইরে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, দফতর শুকিয়ে গেছে' *(তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২)*।

শিক্ষা :

১. *যে ৬টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয় তাক্বদীর তার অন্যতম। কেউ যদি তাক্বদীরকে অস্বীকার করে তাহলে তার ঈমান থাকবে না।*

২. *তাক্বদীরের উপর যেমন দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে, তেমনি বৈধ পথে কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,* وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى *'আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত' (নাজম ৫৩/৩৯)*। অন্যত্র *তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে' (রা'দ ৫৩/৩৯)*।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ্র যিকির

আব্দুল ওয়াদূদ, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুমিন বান্দা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণে রাখবে। আল্লাহ্র সব চেয়ে প্রিয় সৃষ্টি মানুষ তাই সে যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন এবং তার ডাকে সাড়া দেন। যেমন আল্লহ বলেন, 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। আল্লাহকে স্মরণে রাখার অর্থই হল তাঁর দেওয়া বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা এবং যাবতীয় তাঁর আদেশ সমূহ পালন করা ও নিষেধ সমূহ পরিহার করা। সাথে সাথে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও মহান আল্লাহ্র স্মরণে তাসবীহ-তাহলীল এবং যিকির আযকারে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। তাহলে মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহ্র যিকরে রত লোকদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহ্র যিকিরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তারা তাদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। এ সময় তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন), আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তারা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার শপথ, তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলেন, আচ্ছা, যদি তারা আমাকে দেখত? তারা বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরো অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত। আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তারা বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কী জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতার বলেন, না। আপনার সত্তার কসম, হে রব! তারা যদি তা দেখত, তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো বেশী চাইতো এবং এর জন্য আরো বেশী আকৃষ্ট হত। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কী থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কী জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব দেয়,

আল্লাহ্র কসম, হে প্রতিপালক! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তার থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অত্যন্ত বেশী ভয় করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এমন মজলিসে উপবেশনকারী, যাদের মজলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না' *(বুখারী হা/৬৪০৮; মুসলিম হা/২৬৮৯)*।

শিক্ষা :

১. *আল্লাহ্র যিকিরে ব্যস্ত থাকলে মানুষের মন পবিত্র থাকে ফলে তার দ্বারা অন্যায় কাজ হয় না এবং সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করে জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকতে পারে ও জান্নাত লাভ করতে পারে।*

২. *যিকির হতে হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী। কোন পীর-ফকীরের উদ্ভট পদ্ধতিতে নয়।*

৩. *যিকির হতে হবে মনে মনে। মাইক বাজিয়ে বা সমস্বরে চিৎকার করে নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,* ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ *'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো বিনীত ভাবে ও চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না' (আ'রাফ ৭/৫৫)।*

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

সন্তানাদি ও আবাসস্থল নিরাপদের জন্য দো'আ :

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

উচ্চারণ : *রাববিজ'আল হা-যা বালাদান্ আ-মিনাওঁ ওয়ারঝুক্ব আহলাহূ মিনাছ্ছামারা-তি মান আ-মানা মিনহুম বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি।*

অর্থ : 'পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তির স্থান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে তাদেরকে ফলমূল দ্বারা রিযিক দান কর' *(বাক্বারাহ ২/১২৬)*।

উৎস : ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর শিশুসন্তান ইসমাঈলকে ও তাঁর স্ত্রী হাযেরাকে জনমানবশূন্য প্রান্তর বর্তমান কা'বা ঘর ও যমযম কূপের সন্নিকটে রেখে আসেন, তখন উক্ত দো'আ করেন। যাতে করে এই জনমানবহীন মরুপ্রান্তর নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য একটি শান্তির শহরে পরিণত হয়, যাতে এখানে বসবাস করা আতংকজনক না হয় এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়। শহরটি যেন হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ হয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ফলেই আল্লাহ তা'আলা

www.ahlehadeethbd.org

মক্কাকে সম্মানিত ও নিরাপদ রেখেছেন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে দিয়েছেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর আল-কুরআনুল আযীম, পৃ. ২২৬; বুখারী হা/৩১২২)*।

দো'আ কবূলের জন্য একান্ত নিবেদন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ : *রাব্বানা তাক্বাববাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল 'আলীম। ওয়াতুব 'আলায়না, ইন্নাকা আনতাত্ তাউওয়াবুর রাহীম।*

অর্থ : 'প্রভু হে! আমাদের নিকট থেকে এই কাজ কবূল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। আমাদের ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১২৭-২৮)*।

উৎস : ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণ করে কা'বা গৃহের স্থায়িত্ব কামনা এবং কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার ইত্যাদি কলুষ থেকে কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার জন্য উক্ত দো'আ করেছিলেন। সেই সাথে তাদের এই ত্যাগ কবুল করার নিবেদন করেছিলেন *(ইবনু কাছীর, বুখারী হা/৩১২২)*।

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করা ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার দো'আ :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণ : *রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযা-বান্না-র।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*।

উৎস : মুমিনদের প্রার্থনা পার্থিব কল্যাণের সাথে পরকালের কল্যাণ কামনা করা। আর কাফেরদের প্রার্থনা শুধু পার্থিব। আল্লাহ তা'আলা এখানে মুমিনদের প্রার্থনার স্বরূপ শিক্ষা দিয়েছেন।

আমল : কা'বা ঘর তাওয়াফের সময় এই দো'আ পড়া ভাল। তাছাড়া মুমিন ব্যক্তি সর্বদা এই দো'আ পাঠ করবে। ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত দো'আ পাঠ করতেন *(বুখারী হা/২৬৬৮)*।

ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে গেলে তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার দো'আ :

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا-

উচ্চারণ : *রাব্বানা লা-তুআ-খিয্না ইন্নাসীনা আও আখত্বা' না।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

*(**বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম** প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ১৩-১৪)।*

www.ahlehadeethbd.org

ভ্রমণ স্মৃতি

হজ্জ সফরের অভিজ্ঞতা

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির
কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক
আল-'আওন।

হজ্জ পূর্ব কথা :

জীবনের চাকা ঘুরতে ঘুরতে যখন আলিম পরীক্ষায় পাশের সময় এসে পৌঁছাল, তার পরপরই শুনলাম আব্বু, ফুফু ও আমাদের ৩ ভাইয়ের হজ্জের রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। শুনে সামান্য অবাক হলেও খুব গুরুত্ব দিলাম না। কারণ সে সালটি ছিল ২০১৭। আর ২০১৭ সালে রেজিস্ট্রেশন করলে সাধারণত আমাদের যাওয়ার কথা ২০১৯ সালে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি অদ্ভূত সিদ্ধান্ত। হজ্জে যাওয়ার ২ সপ্তাহ আগে শুনলাম আমাদের এবারই হজ্জে যেতে হবে। হঠাৎ এ খবর শুনেই বুঝতে পারছিলাম না যে কী দো'আ পড়ব? الحمدلله না انالله কারণ দু'টার মধ্যে কোনটা বলার যোগ্যতা ঐ মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছিলাম এজন্য যে, সামনে পরীক্ষার গুঞ্জন। অপরদিকে আল্লাহ্‌র এই ফরয ইবাদত সম্পন্ন করার এটা ছিল একটা বিশাল সুযোগ। তাও আবার সঊদী আরবে আব্বু-ভাইয়াদের সাথে। যাহোক আব্বু ও রাজশাহী কলেজের আব্দুল মাজীদ স্যারের দৃঢ় সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে হজ্জের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। বুঝতে পারছিলাম না যে এত তাড়াতাড়ি কিভাবে কি করব। তারপর আল্লাহ্‌র রহমতে হজ্জের প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের হজ্জ যাত্রা শুরু হল।-

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা :

আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে সকলেই ৬ই আগস্ট ২০১৮ সকাল ৭-টা ৪০ মিনিটের সিল্ক সিটি ট্রেন যোগে ঢাকা গেলাম। তারপর ঢাকায় কিছু সময় রেস্ট নিয়ে রাত ১০-টায় হজ্জ ক্যাম্পে প্রবেশ করলাম। সেখানে চেকিং শেষে আমাদেরকে একটা বাসে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হল। অতঃপর রাত ১-টা ৪০ মিনিটের বিমানে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। অতঃপর দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা পর ভোর ৪-টা ৪৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় ৭-টা ৪৫ মিনিট) মদীনার মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম।

পবিত্র হজ্জে আমার কিছু অভিজ্ঞতা :

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا 'যে ব্যক্তি এই গৃহে প্রবেশ করবে, সে ব্যক্তি নিরাপদ হয়ে যাবে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। আসলে এ আয়াতের বাস্তবরূপ স্বচক্ষে সেখানে দেখলাম। শুধু তাই নয়, আজকের মক্কা যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যে দো'আর ফসল তাও প্রমাণ পেলাম। এ সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরলাম।

www.ahlehadeethbd.org

১. নির্ভেজাল শাক-সবজি : বাংলাদেশ ফলমূল ও শাক-সবজির দেশ হলেও আমরা কোন ফলের জুস আসলটা পাই না। পাই নকল। বিশেষ করে আমাদের দেশে আম বেশী হওয়া সত্ত্বেও আমের আসল জুস আজ পর্যন্ত খাইনি। কিন্তু আল্লাহ্র কি রহমত! সেখানে আমরা আম, পেয়ারা, কমলা, আপেল, আনারস, লেবু ইত্যাদির আসল জুস পেয়েছি। এমনই আসল যে, এদের আঁশও দাঁতে বাধে। আর খেতে কী স্বাদ!

২. নিরাপদ শহর : আমাদের দেশে চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি যেন নিত্য দিনের ব্যাপার। আল্লাহ্র কি মেহেরবানী সেখানে চুরি ডাকাতি এগুলো দেখা তো দূরে থাক শোনাও যায় না। একদিন ফজরের ছালাত পড়ার জন্য ছালাতের ১৫ মিনিট আগে বের হলাম, পথে দেখলাম দোকানগুলোর দরজা খোলা, কিন্তু মানুষ নেই। লাইট বন্ধ অর্থাৎ দোকান বন্ধ। এ দৃশ্য দেখে আমি অবাক হলে একজন বাঙালি বলল যে, এ দেশে কোন চুরি হয় না। তাই এদের দোকানের দরজা এভাবেই খোলা থাকে। স্যাণ্ডেল ও কোন দামী জিনিসও গুছিয়ে রাখলে সাধারণত কেউ চুরি দূরে থাক, তাকিয়েও দেখে না।

৩. ফুলটাইম বিদ্যুৎ : বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে আরেকটি হল বিদ্যুৎ না যাওয়া। ওখানে ১ সেকেণ্ডের জন্যও বিদ্যুৎ যায় না। সুবহা-নাল্লাহ! কেউ বলে ৩০ বছর আবার কেউ বলে তার চেয়েও বেশী সময় নাকি সঊদী আরবে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ যায়নি। মিনায় থাকতে হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় ঝড় উঠল, ঘর প্রচণ্ড কাঁপছে। কাগজ পত্র উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিদ্যুৎ ঠিকই আছে। এর কারণ হল, ঐ দেশে এক যেলা থেকে আরেক যেলায় বিদ্যুৎ ট্রান্সফারের মেইন লাইন বাদ দিয়ে সব লাইন মাটির নিচ দিয়ে নির্মিত।

৪. তাপমাত্রা : সেই দেশের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৪০ ডিগ্রি আর উর্দ্ধে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেখানে এমন গরম যে রোদে মাথা সোজা করে হাঁটাই মুশকিল, আর বাতাসও জলীয় বাস্পহীন।

৫. শুস্ক আবহাওয়া : সে দেশের বাতাসে কোন জলীয় বাস্প নেই। গরম কালেও আমাদের দেশের শীত কালের মত ঠোঁট, হাত-পা ফাটে, শুধু তাই নয়, কাপড় শুকাতে বারান্দা লাগে না, বরং ঘরের চেয়ার বা টেবিলে ফেলে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে যায়।

৬. মাটির বৈশিষ্ট্য : সঊদী এমন দেশ যেখানে এমনিতে গাছ তো দূরে থাক, সামান্য ঘাসও হয় না। কিন্তু সেখানে খেজুর গাছ দিব্বি হচ্ছে। খেজুরও ধরছে। ওখানকার খেজুর যে এত মিষ্টি তা বুঝলাম গাছ থেকে পেড়ে খেয়ে। রুক্ষ মরুর বুকে খেজুর গাছ অল্লাহ্র কতই না আশ্চর্যজনক সৃষ্টি! সাধারণত যে সব গাছ ও ঘাস দেখা যায় তা আবার অনেক পানি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org

৭. রাস্তা : সঊদী আরবের রাস্তা এত সুন্দর যে, মনে হয় তৈল দিয়ে সমান করে তৈরী। কোন ঝাঁকুনি নাই, কোন জ্যাম নাই। রাস্তাগুলো এত চওড়া যে, ব্রেক বা হর্ণ দেওয়ারও খুব একটা প্রয়োজন হয় না। আমি সর্বোচ্চ দু'পাশ মিলে ১২ লেনের রাস্তা দেখেছি। সর্বনিম্ন দুই পাশ মিলে ২ লেনের তাও আবার তায়েফের অদূরে বনু সা'আদে এক অজোপাড়া গ্রামে। তারা শুধু সমান যায়গাতেই রাস্তা করেনি বরং তায়েফ যাওয়ার জন্য যে পাহাড়গুলো অতিক্রম করতে হয়, তার গা ঘেঁষে আঁকা বাঁকা করে দু'পাশ মিলে ৬ লেনের রাস্তা বানিয়েছে সঊদী সরকার।

৮. তায়েফ : তায়েফ এক আশ্চর্যজনক শহর। মক্কা থেকে প্রায় ১২০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ হাযার সমান্তরে ১৬ হাযার ফুট উঁচুতে প্রায় ১০০ কি.মি. বিস্তৃত তায়েফ সফর অবস্থিত। পুরো সঊদী আরবের মাটি পাথুরে বালি হলেও তায়েফে আসল মাটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তায়েফ শহরটা একবারে বাংলাদেশের মত। বা এর চেয়েও সুন্দর। এখানে শাক-সবজি ফলমূল প্রচুর হয়। অস্বাভাবিক হলেও সত্য যে সেখানকার আঙ্গুর এত মোটা আর এমন মিষ্টি যা দেখলে ও খেলে রীতিমত চোখ ধাঁধায় এবং গালও জুড়ায়।

৯. এসির ব্যবহার : আমার মনে হল আরবের ৯৮% লোক এসি ব্যবহার করে। শুধু দুই হারামে ফ্যান দেখা যায়। আর কোথাও এসির জন্য ফ্যানও দেখা যায় না। এমনকি টয়লেটেও এসি থাকে। আর একটু ভাল হোটেলে, বাসাতে ও মসজিদে এসিও দেখা যায় না কিন্তু তার বাতাস পাওয়া যায়।

১০. শৃঙ্খলা : হজ্জে লক্ষ লক্ষ কাল, ফর্সা, লম্বা, বেঁটে, প্রভৃতি বৈশিষ্টের মানুষের আগমন ঘটে। কিন্তু কারো মধ্যে কোন মারামারি, ঝগড়াঝাটি কিংবা কোন অনৈতিক কাজ হয় না। যদিও পুরুষ-মহিলা একই সাথে চলাফেরা করে। তবে শুধু ছালাতের সময় পুলিশ পুরুষ-মহিলা একটু আলাদা আলাদা জায়গায় একই ইমামের অধীনে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে।

১১. বেহিসাব খাবার : সঊদী আরবে ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ফলে আল্লাহ এত খাদ্য সম্ভার দান করেছেন যে, সেখানে কোন খাবারের অভাব নেই। হেন খাবার নেই যে, সেখানে পাওয়া যায় না। খাবারের অধিক্যের কারণে তারা খাবার ডাস্টবিনে ফেলতে বাধ্য হয়। আমি সঊদী আরবে বাংলাদেশের শীতকালের তরকারী যেমন ফুলকপি গরমকালেই খেয়ে এসেছি।

১২. সাবীল খাবার : যে খাবার হাজ্জীদেরকে হাদিয়া স্বরূপ বিলি করা হয় তাকেই আরবের লোকেরা সাবীল খাবার বলে। কেউ যদি অসহায় অবস্থায় হারামে যায় তার জন্য খাবারের অভাব হবে না। কোননা কোনভাবে সে খাবার

পাবেই; চাই তা খেজুর হৌক বা বিরিয়ানী হৌক কিংবা অন্য কিছু।

১৩. দান : কা'বার আশে পাশে ছালাতের সময় বাদে অন্য সময় যেমন মিসকীনের আনাগোনা দেখা যায় তেমনি মানুষকে প্রচুর দান করতেও দেখা যায়।

১৪. উপহার : সৌদি আরব ও পাকিস্তানীদের মাঝে উপহার দেওয়ার প্রবণতা খুব বেশী। একদিন পথে চলতে এক পাকিস্তানী মহিলাকে কিছু জায়নামায হাজীদের মধ্যে উপহার দিতে দেখলাম। তিনি আমার ফুফুকেও উপহার দিয়েছিলেন। পরে ফুফু আরেক অসহায় মহিলাকে দিয়ে দেন।

১৫. কবুতরের সমরোহ : মক্কা ও মদীনায় প্রচুর কবুতর দেখা যায়। সবচেয়ে বেশী দেখা যায় হারাম শরীফের দক্ষিণ দিকে জমজম টাওয়ারের পাশে ইবরাহীম খলীল ও হিজরা রোডের মোহনায় যা কবুতর চত্বর বলে পরিচিত।

১৬. ছালাতে তেলাওয়াত : আমি হজ্জের আগে কা'বা শরীফের বহু কিরাআত শুনেছি; কিন্তু আমার মনে সেরকম প্রভাব বিস্তার করেনি। যখন কা'বাকে একেবারে সামনে রেখে যখন ছালাত পড়ছিলাম তখন ইমাম ছাহেবের কিরাআত এত ভাল লাগছিল যে মনে হচ্ছিল আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আসমান থেকে এই মুহূর্তে মক্কাবাসীর উপর কুরআন নাযিল করছেন। আর মুছল্লীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত সে কিরাআত শ্রবণ করছিল। ঐ সময় পুরো হারাম এলাকায় কিংপতন নীরবতা বিরাজ করছিল।

১৭. সাউন্ড সিস্টেম : মক্কার মাইক সিস্টেম এত উন্নত যে কোন কথা কষ্ট করে শোনা লাগে না, বরং তা ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দেয়। অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, এত হাযার হাযার মাইক। কিন্তু কারও সাথে কারও প্রতিধ্বনি হয় না।

১৮. দোকান বন্ধ : বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে আযান ও ছালাতের সময় দোকান পাঠ পুরোদমে চলে। কিন্তু সঊদী আরবে ছালাতের আযান হওয়ার সাথে সাথে দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে যায়। কারণ দোকান খোলা রাখলে দোকানদারদের বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়।

১৯. হারামে জানাযা : আমাদের দেশে সাধারণত আমরা মাঝে মাঝে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ি। কিন্তু মক্কা ও মদীনার উভয় হারামেই প্রতি ওয়াক্তেই জানাযা হয়। কারণ উভয় শহরের সমস্ত মৃত ব্যক্তির জানাযা এই দুই হারামেই অনুষ্ঠিত হয়। উল্লখ্য যে, মদীনা মসজিদে হারামের নাম মসজিদে নববী।

২০. ছাতা : আমরা জানি ছাতা সাধারণত হাত দিয়ে ফুটাতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক হল, মসজিদে নববীর বাইরে চারপাশে পিলারের উপরে চারকোণা স্বয়ংক্রিয় ২৫০টি ছাতা আছে

www.ahlehadeethbd.org

যা রোদ উঠলে স্বংয়ক্রিয়ভাবে ফুটে যায় এবং রোদ শেষ হলে বন্ধ হয়ে যায়।

হজ্জ থেকে আমার শিক্ষা :

হজ্জে হাজীদের জন্য কিছু কঠিন কাজ থাকে। এ কাজ বয়স হলে করা অত্যন্ত কঠিন। এ জন্য ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই সবার হজ্জ ও ওমরাহ পালনের চেষ্টা করা উচিৎ।

সোনামণি ও সকল ভাইদের প্রতি আমার পরামর্শ, আপনারা যারা মহান আল্লাহ্র অসীম কুদরত পুণ্যভূমি মক্কা-মদীনায় যেয়ে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চান, তারা আজ থেকেই খালেছ অন্তরে নিয়ত করুন। কারণ ভাল কাজে খালেছ নিয়ত করলে আল্লাহ তা পূরণ করবেন ইনশাআল্লাহ। তার সাথে সাথে আল্লাহ্র কাছে তাওফীক কামনা করুন।

পরিশেষে বলতে পারি যে, আমরা সকলেই আরাফার ময়দানে সোনামণি ও অন্যান্য সকল ভাইদের নেক মকছূদ পূরণ ও একবার হলেও পূণ্যভূমি মক্কা-মদীনায় গমন এর তাওফীকের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছি এবং এখনও করছি। আমরা যারা হজ্জ করেছি এবং যা ভাল শিক্ষা পেয়েছি তা পরবর্তী জীবনে বাস্তবায়ন করি। সাথে সাথে যেন নিজের ঈমান ও নীতির উপর অটল থাকতে পারি। আল্লাহ আমাদের সে তাওফীক দান করুন-আমীন!

গল্পে জাগে প্রতিভা

শিক্ষা সফর

নাইমুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আফীফ ও আতীক দু'জন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারা কোনদিন শহর দেখেনি। তাই সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা শিক্ষা সফরে সফরে 'রাজশাহী' শহর দেখতে যাবে। দু'জনে মিলে দিন ঠিক করল। পূর্ব-নির্ধাতির দিনে খুব সকালবেলা বাড়ী থেকে বের হল। অতঃপর তারা এক পর্যায়ে শহরে এসে পৌঁছল। পৌঁছার পর তারা বিভিন্ন স্থান যেমন- চিড়িয়াখানা, পদ্মানদী, জাদুঘর, শিশুপার্ক ইত্যাদি খুব আনন্দ করে দেখল। আফীফ আতীককে বলল, বন্ধু আমি শুনেছি, নওদাপাড়ার আম চত্বরে একটি বিশাল মাদরাসা আছে। চলো! আমরা সেখানে থেকে ঘুরে আসি। আতীক বলল, না, মাদরাসাতে আবার কি দেখব? আতীকের মাদরাসার ছাত্র সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল। তাই সে যেতে চাচ্ছিল না। আফীফ বলল, চলো না বন্ধু, একটু দেখে আসি। অনেক নাম শুনেছি। কিন্তু কোনদিন আসার সুযোগ হয়নি। বাবা ঐ মাদরাসার নাম নিতেই পারেন না। তারা নাকি লাবু-ঝাবু। লাবু-ঝাবু আবার কী? লাবু-ঝাবু মানে লা-মাযহাবী! তারা কোন মাযহাব মানে না। চলো তাহলে তো যাওয়া দরকার।

সেখানে গিয়ে দেখল রাস্তার দু'পাশে দু'টি বিশাল ভবন। গেটে দারোয়ান থাকে। অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেই দেখল মসজিদে খুব গুনগুন আওয়াজ হচ্ছে। তারা সেদিকে এগিয়ে গেল। মসজিদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল আবুবকর। সে ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। তাকে তারা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাই ভেতরে কী হচ্ছে। এতো গুনজন কেন? আবুবকর বলল, প্রতি সোমবার বাদ আছর 'সোনামণি' বৈঠক হয়। তারা বলল, 'সোনামণি' আবার কী? আবুবকর বলল, 'সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন'। এখানে কী শেখানো হয়? আবুবকর বলল, আক্বীদা, ছালাত, ঈমান সহ সুন্দর জীবন গঠনের সার্বিক দিক নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তারা বলল, আক্বীদা আবার কী? আবুবকর বলল, আক্বীদা শব্দের অর্থ বিশ্বাস। তারা বলল, আমরা তো সবাই মুসলমান। আমাদের সবার আক্বীদা একই। তাহলে আলাদা করে আক্বীদার প্রশিক্ষণ নিতে হবে কেন? আবুবকর বলল, না ভাই! কিছু নামধারি মুসলিম ভাই ভুল আক্বীদার কারণেই অন্যকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। কিভাবে একটু ভালভাবে বুঝিয়ে বলনে কী? আমাদের স্কুলে স্যারেরা এ বিষয়ে অনেক কথা বলেন। কিন্তু কোনদিন ভালভাবে বুঝিয়ে বলেন না। তাহলে মসজিদের ভিতরে আসুন। আমাদের বড় ভাই মারকায এলাকার সোনামণি পরিচালক আছেন। তিনি আপরাদের এ বিষয়ে ভালভাবে বুঝাবেন। চলো তাহলে ভিতরে যায়। সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক সেখানে ছিলেন। তাদের ভিতরে আসা দেখেই সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সালাম বিনিময় হল। আতীক মুছাহাফার পর বুকে হাত দিল। পরিচালক বললেন, বুকে হাত দিলেন কেন? তারা বলল, বড় ভাইদের এভাবে দেখিতো, তাই। পরিচালক বললেন, না, আমাদের নবী (ছাঃ) এভাবে করতেন না। তাই আমাদের এ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। আচ্ছা ভাইয়া এরপর থেকে এমন হবেনা ইনশাআল্লাহ। এখন আমাদের একটু আক্বীদা সম্পর্কে বলুন। শোনেন ভাই! আজ আক্বীদার কারণেই এক শ্রেণীর মানুষ অন্যকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। তাদের আক্বীদা হল, কাবীরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফের এবং তাদের রক্ত হালাল। এরাই হল খারেজী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলেছেন। অথচ এ ব্যাপারে আহলেহাদীছগণের আক্বীদা হল, কাবীরা গুনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে কেউ যদি আল্লাহ্র কোন বিধানকে সরাসরি অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হবে। কিন্তু তওবা করে ফিরে আসলে ক্ষমা পাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি না ফিরে আসে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব কোন ব্যক্তির নয়, বরং সরকারের। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ! আজ আমাদের ভুল ভাঙ্গল।

এখানে না আসলে আমরা ভুলের মধ্যে থাকতাম। আপনাদের এ কার্যক্রম দেশের সর্বত্র হওয়া উচিত। যাতে সবার ভুল ভেঙ্গে যায়।

শিক্ষা :

১. ইসলাম শান্তির ধর্ম। অন্যায়ভাবে মানব হত্যা ইসলামে চূড়ান্তভাবে নিষেধ।

২. যারা ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে তারা কখনো অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করতে পারেনা।

৩. একজন মহিলা একটি বিড়াল ছানা বেঁধে রেখে মেরে ফেলার জন্য জাহান্নামী হয়েছে। তাহলে একজন নিরপরাধ মানুষকে কিভাবে হত্যা করা যায়?

৪. আপনার সোনামণিকে ভুল আক্বীদার হাত থেকে রক্ষা জন্য এবং সঠিক আক্বীদা ও আমলে গড়ে তোলার জন্য সোনামণি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করুন।

৫. শিক্ষা সফরের মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষা গ্রহণ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও দর্শণীয় স্থান দেখার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সফর করতে হবে। তাহলে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে।

> হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক পাত্রই তাতে জিনিস রাখার কারণে সংকুচিত হয়, একমাত্র জ্ঞানের পাত্র ব্যতীত, যা আরো প্রশস্থ হয়' *(নাহজুল বালাগহ)*।

ক বি তা গু চ্ছ

জীবনের উদ্দেশ্য

আফরিনা ইসরাত, একাদশ শ্রেণী
পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ, পঞ্চগড়।

সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মোদের
গোলামী করব তাঁর
জীবন বিধান দিয়েছেন তিনি
সে পথে চলব জীবন ভর।
তাঁর পথে চলতে গিয়ে
আসুক যত কষ্ট
বিপথে চলে জীবনটাকে
করব নাকো নষ্ট।
সত্য পথের পথিক হব
এই তো মোদের চওয়া,
আখেরাতে জান্নাত যেন
হয় গো মোদের পাওয়া।
প্রভুর দেওয়া দ্বীনকে মোরা
বাসব অনেক ভাল
জীবনটাকে আলোকিত
করবে সেই আলো।
সবার মাঝে ছড়িয়ে দেব
মহান প্রভুর বাণী,
সর্বত্র তাঁরই আদেশ
আমরা যেন মানি।
প্রভুর দীদার পেতে হলে
কাজ হবে ন্যায়,
জীবনটাকে করতে হবে
তাঁরই পথের ব্যয়।
সকল প্রাণীর মরণ একদিন
আসবে অবশ্যই
আখেরাতে মুক্তি তাই
মোদের উদ্দেশ্য।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি সংগঠন

জুনাইদ আহমাদ, ৩য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি একটি আদর্শ সংগঠন,
সোনামণিতে যোগদান করে
জীবনকে কর গঠন।
সোনামণি অন্ধকারে প্রস্ফুটিত আলো,
সেই আলোতে তোমার জীবন জ্বালো।
সোনামণি পথহারা পথিকের দিশা,
সোনামণি নিরাশায় উজ্জ্বল প্রত্যাশা।
সোনামণির প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ নিয়ে হাতে,
জীবনের দুর্গম পথে রেখ তোমার সাথে।
সোনামণি সংগঠন নবীন ফুলের কুঁড়ি,
এসো! আমরা সবে মিলে সংগঠন করি।

বিদ‘আত

মুহাম্মাদ রাশেদ মোশাররফ
ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

সোনামণি এসো ভাই
কুরআন-সুন্নাহ শিখে মোরা
জীবনটা সাজাই।

কুরআন-সুন্নাহর কথা মতে
চলতে হবে ভাই,
উল্টা পথে চললে পরে
বিদ‘আত হয়ে যাই।

বিদ‘আত হল দ্বীনের মধ্যে
নতুন আবিষ্কার,
বিদ‘আত করলে ভাল আমল
হবে যে ছারখার।

সঠিক পথের অল্প আমল
হবে যথেষ্ট,
বেঠিক পথের অঢেল আমল
সবই ভ্রষ্ট।

এ ক টু খা নি হা সি

উল্টো বুঝ!

জুবায়ের হোসাইন, ৯ম শ্রেণী
দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ
মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

শিক্ষক : আদীব, তুমি ক্লাসে দুষ্টুমি করেছ তাই এখন মার খেতে হবে।

আদীব : স্যার, একটু থামেন, আমি একটু ওয়াশ রুম থেকে আসছি।

শিক্ষক : তোমাকে আমি মারতে চাইলাম আর তুমি ওয়াস রুমে যাবে কেন?

আদীব : স্যার, মা বলেছেন কোন কিছু খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয়। তাই আমি অয়াশ রুমে যেতে চাচ্ছি।

শিক্ষা :
কোন কিছু উল্টো বুঝলে চলবে না। বরং সঠিকভাবে বুঝে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

বোকার কাণ্ডে সর্বনাশ!

বড় ভাই নতুন মোটরসাইকেল কিনেছে। ছোট ভায়ের ইচ্ছা হল, মোটর সাইকেলে চড়ে কোন জায়গায় একটু ঘুরে বেড়াবে। বড় ভাই রাযী হল। মোটরসাইকেল উঠে বড় ভাই খুব জোরে চালাচ্ছে।

মেজ ভাই : ভাইয়া, একটু আস্তে চালাও আমার খুব ভয় হচ্ছে।

বড় ভাই : কোন ভয় পেওনা। আমি ঠিকভাবে চালাচ্ছি।

ছোট ভাই : আমার কিন্তু ভয় লাগছে, শরীর কাঁপছে। ভাইয়া একটু ধীরে চালাও।

বড় ভাই : (জিদ করে) চুপ করে বসে থাক, কোন কথা বলবে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘুরে এসে বাড়ী ফেরার পর বড় ভাই মেজ ভাইকে জিজ্ঞেস করল-

বড় ভাই : ছোট ভাই কোথায়?

মেজ ভাই : তুমিই তো আমাকে কথা বলতে নিষেধ করলে; তাই তো ছোট ভাই রাস্তায় পড়ে যাওয়ায় আমি কোন কথা বলিনি।

শিক্ষা :

১. মটর সাইকেল খুব জোরে চালনো উচিত না।
২. মটর সাইকেলে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ঠিক নয়। তবে প্রয়োজনে চালককে সতর্ক করা বা সঠিক পথ দেখানো ব্যাপারে সহযোগিতা করা যাবে।

উপস্থিত বুদ্ধির শিক্ষা

মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিক্ষক : রাসেল মনে কর তুমি বনে ঘুরতে গিয়েছ; এমন সময় একটি বাঘ আসল তখন তুমি কী করবে?

ছাত্র : কেন স্যার! গাছে উঠব।

শিক্ষক : বাঘ যদি গাছে উঠে?

ছাত্র : নদীতে নেমে সাঁতার কাটব।

শিক্ষক : বাঘ যদি নদীতে নামে তাহলে কী করবে?

ছাত্র : স্যার! আপনি তো আমাকে মেরে ফেলবেন। আপনি আমার পক্ষে না বাঘের পক্ষে।

শিক্ষা :

শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে কাজ করতে হবে।

আমার দেশ

চকবাজার শাহী মসজিদ

মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ইতিহাস :

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পুরানো এলাকার চকবাজারে অবস্থিত এটি মোগল আমলের মসজিদ। মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান এটিকে ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন, মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে এই ধারণা করা হয়। এই মসজিদটিই সম্ভবত বাংলায় উঁচু প্লাটফমের উপর নির্মিত প্রাচীনতম ইমারত-স্থাপনা। প্লাটফর্মটির নিচে ভল্ট ঢাকা কতগুলো বর্গাকৃতি ও আয়তাকৃতি কক্ষ আছে। এগুলোর মাথার উপরে খিলান ছাদ রয়েছে, যার উপরের অংশ

www.ahlehadeethbd.org

অবশ্য সমান্তরাল। ধারণা করা হয়, এই মসজিদের প্লাটফর্মের নিচের কক্ষগুলোতে মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসন ছিল, এ ধরণের ভবনগুলোকে বলা হয় ‘আবাসিক-মাদরাসা-মসজিদ’।

মসজিদটির আদি গঠনে তিনটি গম্বুজ ছিল। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে সংস্কারকার্য ও নির্মাণ সম্পাদনের ফলে বর্তমানে এর আদিরূপটি আর দেখা যায় না। মসজিদের ভিতরকার নকশা তিনটি বে’তে বিভক্ত ছিল, যার মাঝখানের বে ছিল বর্গাকার, কিন্তু দুপাশের বে ছিল আয়তাকার। তিনটি বে’র উপরেই গম্বুজ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল, মাঝখানের গম্বুজটি ছিল তুলনামূলক বড় আকৃতির। কেন্দ্রীয় মেহরাবটি অষ্টকোণাকৃতির, যা সংস্কারের পরে আজও সেরকমটাই রয়েছে।

শিলালিপি :

মসজিদটিতে একটি শিলালিপি রয়েছে, যেখানে মসজিদের ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।

> ‘দ্বীনী ভালবাসাই হল প্রকৃত ভালবাসা। যা মানুষকে পরস্পরে নিকটতম বন্ধুতে পরিণত করে’
>
> —✧— —✧— —✧—
>
> ‘মুসলমান সবকিছু ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু ঈমান ত্যাগ করতে পারে না’
>
> *প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।*

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

সংগ্রহে : মাযহারুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. বর্তমানে দেশে মোট শিক্ষা বোর্ড কতটি?
উ : ১১টি।

২. বর্তমানে দেশে মোট সাধারণ শিক্ষা বোর্ড কতটি?
উ : ৯টি।

৩. দেশের নবম সাধারণ শিক্ষা বোর্ড কোনটি?
উ : ময়মনসিংহ।

৪. ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড কবে গঠন করা হয়?
উ : ২৪শে আগস্ট ২০১৭ সালে।

৫. কওমী মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীছকে মাস্টার্স (আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ) এর সমমান দেওয়া হয় কবে?
উ : ১৩ই এপ্রিল ২০১৭ সালে।

৬. বিশ্বে বাংলা ভাষার অবস্থান কত?
উ : ৭ম।

৭. বিশ্বে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা কতটি?
উ : ৭,০৯৯টি।

৮. বর্তমানে দেশে উপযেলা কতটি?
উ : ৪৯২টি।

৯. বর্তমানে দেশে নদী বন্দর কতটি?
উ : ৩০টি।

১০. দেশের ৩০তম নদী বন্দর কোনটি?
উ : সুনামগঞ্জ নদী বন্দর।

১১. ধান উৎপাদন শীর্ষ যেলা কোনটি?
উ: ময়মনসিংহ।

১২. চিংড়ি উৎপাদনে শীর্ষ যেলা কোনটি?
উ : সাতক্ষীরা।

রহস্যময় পৃথিবী

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম

আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৪র্থ বর্ষ
দাওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রাম শব্দটি মনে এলেই বাঙালি নাগরিকের মনে পড়ে যায়, সবুজ-শ্যামল আর নিরালা কোন জায়গার কথা। সেখানে যেমন আছে দিগন্ত জোড়া মাঠ, ধানের ক্ষেতের আউলা বাতাস। তেমনি আছে গাছের সবুজ সমারোহ, টলটলে পানির পুকুর, শীতের সকালে শিশিরভেজা ঘাস। বাঙালির মনোজগতে গ্রামের এই চিত্র শুধু কল্পনাই নয়। সত্যিই এক সময় এই জনপদের গ্রামগুলো ছিল এমন ছবির মতো সুন্দর। শুধু যে আমাদের বাংলাদেশে গ্রামের পরিবেশ এত সুন্দর তা নয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রয়েছে অনিন্দ্য সুন্দর সব গ্রাম। ছবির মতো সাজানো গোছানো সেসব গ্রামের চিত্র দেখলে পলকেই ছুটে যেতে ইচ্ছে করবে হয়তো সেখানে। তবে জেনে নেওয়া যাক পৃথিবী বিখ্যাত কয়েকটি অনিন্দ্য সুন্দর গ্রামের কথা।

কোলমার, ফ্রান্স :

ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আলসাসের কোলমার গ্রামটিকে দেখলে যে কেউ হয়তো বলবে রূপকথার নগরী। কারণ একটি গ্রাম যে এতটা সাজানো গোছানো ও সুন্দর করে রাখা যায় তার প্রমাণ কোলমার। পুরো গ্রামটিই যেন আস্ত বাগান। যে দিকে তাকানো যায়, রাস্তা, বাড়ী, ঘর, ফুটপাত সব জায়গাতেই সারা বছর ফুটে থাকে নানান রঙের ফুল। আর ফুল দিয়ে মোড়ানো নৌকায় কোলমারের লেকে ভ্রমণ করলে দেখতে পাবেন রূপকথার নগরীর মতো চকলেটের রঙে রাঙানো বাড়ী-ঘর আর সবুজের সমারোহ।

ওইয়া, গ্রিস :

গ্রিসের অপরূপ দ্বীপ সান্তোরিনির শান্ত ও নিভৃত এক গ্রাম ওইয়া। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বানানো দুধ সাদা সব বাড়ী দেখলে পলকেই মনটা ভরে যায়। বলা হয় যে, কেউ যদি কিছুদিন কোলাহলমুক্ত নির্মল জীবন উপভোগ করতে চান তাকে যেতে হবে ওইয়া গ্রামে। সেখানে প্রায় প্রতিটি বাড়ীর বারান্দা বা ছাদে উঠলেই দেখা যায় সমুদ্রে অসাধারণ সূর্যাস্তের দৃশ্য। শুধু বাড়ীই নয়, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সবুজ ঘাসের গালিচা আর বুনো ফুলের ঘ্রাণে মন ভরে উঠে। আর ভ্রমণার্থীদের জন্য ওইয়ার আরেক আকর্ষণ সমুদ্র সৈকতে সূর্যস্নান।

Contents

পানতুমাই, সিলেট, বাংলাদেশ :

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জনপদ সিলেটের জাফলং ইউনিয়নে রয়েছে এমন একটি গ্রাম যা পলকেই যে কোন মানুষকে নিয়ে যেতেপারে স্বপ্নের এক জগতে। নাম তার পানতুমাই। পানতুমাই নামটি স্থানীয় খাসিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের দেওয়া। তারা এই গ্রামকে ডাকে পাংথুমাই নামে। এখানে যেমন আছে পাহাড়ী ঝর্ণা, সবুজেঘেরা লেক, তেমনি দূরে চোখে পড়বে কুয়াশা ঢাকা সবুজ মেঘালয়ের পাহাড়। বিশেষ করে বর্ষার দিনে এই গ্রামের যৌবন যেন উপচে ওঠে। এই গ্রাম থেকে কিছুদূর হাঁটলেই পাওয়া যাবে বিছানাকান্দি নামে অনিন্দ্য সুন্দর এক পাহাড়ীপ্রপাত। যার স্বচ্ছ টলটলে পানি মুহূর্তে চাঙ্গা করে দিতে সক্ষম অতি গোমড়ামুখো মানুষটির মনও। এছাড়া আরও আছে বড়হিল ঝর্ণা, ইসলামাবাদ নামে সবুজ একপাহাড়ী ভূমি। সেজন্যই পানতুমাই কে বলা হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর ও নিরালা গ্রাম। ঢাকা থেকে বাস বা ট্রেনে সিলেট নেমে গাড়ি ভাড়া নিয়ে বা বাস/সিএনজি অটোরিক্সায় যেতে হবে জাফলংয়ের গোয়াইনঘাট। সেখান থেকে আবার সিএনজি অটোরিক্সা বা রিক্সায় করে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় পানতুমাই গ্রামে।

বুরানো, ভেনিস, ইতালি :

পানির শহর বলে খ্যাত ইতালির ভেনিস শহরের সৌন্দর্য এমনিতেই পৃথিবী বিখ্যাত। তার ওপর এই শহরে আছে এমন এক গ্রাম যেখানে গেলে রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে মন। ভেনিসের অন্যান্য জায়গার মতো এই গ্রামের মাঝ দিয়েও বয়ে গেছে একটি খাল। কিন্তু এই খালের দুই পাড়ে নানান রঙে রঙ করা বাড়ী-ঘর, দরজা-জানালা, আমুদে মানুষগুলোকে দেখলে মনে হবে হঠাৎ করেই যেন চলে এসেছি রূপকথার দেশে। এমনকি এই গ্রামের খালে চলা গণ্ডোলা (বড় নৌকা) গুলোও বিভিন্ন রঙের। অনেকে এই গ্রামকে ভেনিসের সবচেয়ে রোমান্টিক জায়গা হিসাবেও বর্ণনা করেন। ইউরোপের নব বিবাহিত দম্পতিরা প্রায়ই এখানে আসেন তাদের মধু চন্দ্রিমাটিকে রঙিন করে তোলার জন্য।

www.ahlehadeethbd.org

সাহিত্যাঙ্গন

বানান শিক্ষা

সংগ্রহে : শাহীদা খাতুন, ১০ শ্রেণী
রসূলপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

➲ ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণ যোগ করাকে বানান বলে। দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে মিলিত হলে তাদের সংযুক্তবর্ণ বলে।

➲ বানানের যে বর্ণের উপর রেফ থাকবে, সেই বর্ণে দ্বিত্ব হবে না।

নিম্নে কিছু ভুল ও শুদ্ধ উল্লেখ করা হল-

ভুল	**শুদ্ধ**
ধর্ম্মসভা	ধর্মসভা
পর্ব্বত	পর্বত
কার্য্যালয়	কার্যালয়
নির্দ্দিষ্ট	নির্দিষ্ট

➲ কোন শব্দের শেষে যদি ঈ-কার থাকে সেই শব্দের সঙ্গে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের ঈ-কার নবগঠিত শব্দে সাধারণত ই-কারে পরিণত হয়।

যেমন :

প্রাণী + বাচক	= প্রাণিবাচক
প্রাণী + বিদ্যা	= প্রাণিবিদ্যা
মন্ত্রী + সভা	= মন্ত্রিসভা
দায়ী + ত্ব	= দায়িত্ব
প্রতিযোগী + তা	= প্রতিযোগিতা
অধিকারী + ণী	= অধিকারিণী
সঙ্গী + নী	= সঙ্গিনী

দেশ পরিচিতি

কিরগিজস্তান

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : কিরগিজ রিপাবলিক।

রাজধানী : বিশবেক।

আয়তন : ১,৯৮,৫০০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৬০ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৭%।

ভাষা : কিরঘিজ।

মুদ্রা : সোম।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৮৮.০%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৯%।

মাথাপিছু আয় : ৩,০৯৭ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭০.৮ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ৩১শে আগস্ট ১৯৯১ সাল।

স্বাধীনতা দিবস : ৩১শে আগস্ট।

সরকার পদ্ধতি : সংসদীয় গণতন্ত্র।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২রা মার্চ ১৯৯২ সাল।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট একজন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড থেকে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া সহজতর' *(তিরমিযী হা/১৩৯৫; মিশকাত হা/৩৪৬২)*।

www.ahlehadeethbd.org

যেলা পরিচিতি

চাঁদপুর

যেলাটি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল।

সীমা : পূর্বে কুমিল্লা, পশ্চিমে মেঘনা নদী, শরীয়তপুর ও বরিশাল, উত্তরে মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লা, দক্ষিণে লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও বরিশাল যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,৬৪৫.৩২ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৮টি। চাঁদপুর সদর, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, হাইমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, শাহরাস্তি ও ফরিদগঞ্জ।

পৌরসভা : ৮টি। চাঁদপুর, শাহরাস্তি, মতলব, ছেংগারচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, নারায়ণপুর ও ফরিদগঞ্জ।

ইউনিয়ন : ৮৯টি

গ্রাম : ১,২৩০টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : মেঘনা ও ডাকাতিয়া।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : মীযানুর রহমান চৌধুরী (সাবেক প্রধানমন্ত্রী), মোস্তফা হারূণ কুদ্দূস আলী (স্থপতি), মেজর রফীকুল ইসলাম বীর উত্তম (১ নং সেক্টর কমাণ্ডার), মেজর আবু উছমান চৌধুরী (৮ নং সেক্টর কমাণ্ডার), মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন (সওগাত সম্পাদক), প্রমুখ।

আজব হলেও গুজব নয়

বাইসাইকেল পুরস্কার

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

মসজিদের প্রতি শিশুদের ভালবাসা গড়ে তোলার জন্য তুরস্কের কাওনিয়া রাজ্যের 'আক শাহরে'র কর্তৃপক্ষ এক ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর '১৮ রোজ মঙ্গলবার 'আকশাহর' কর্তৃপক্ষ একাধারে ৪০ দিন ফজরের ছালাত আদায়কারী ৫২০ জন শিশুকে পুরস্কার স্বরূপ বাইসাইকেল উপহার দিয়েছে। শিশুদের মসজিদে আসতে অভ্যস্ত করা, জামা'আতের সঙ্গে ছালাতের গুরুত্ব বোঝানো এবং অন্তরে ভাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের আবহ সৃষ্টি করতে শহর কর্তৃপক্ষ দারুল ইফতার সহযোগিতায় 'এসো হে শিশু-কিশোর ফজরের ছালাতে' এক প্রকল্প গ্রহণ করে। যার অধীনে এ অভিনব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত শুক্রবার শহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শিশুদের বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন কর্মকর্তা ছাড়াও 'আক শহরে'র দায়িত্বশীল মেয়র মুহম্মাদ আয়লিদি, মুফতী ছালেহ আককয়া ও আহমাদ কারদাশ উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে মিউনিসিপ্যালের প্রধান আকফায়া জানান, আগামী বছরগুলোতে তারা তাদের প্রকল্প অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছেন। তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্পে হয়তো বেশ অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু এর বড় ধরনের আত্মিক মূল্য রয়েছে। কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ যাদের হাতে অর্পণ করব, তাদের সুন্দরভাবে গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। *(সূত্র : আল-জাজিরা)*

www.ahlehadeethbd.org

সংগঠন পরিক্রমা

খিরশিনটিকর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ৬ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বাদশাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতুন।

ছোট পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ৬ই অক্টোবর শনিবার :
অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার পবা উপযেলাধীন ছোট পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তাওফীক হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে জান্নাতুন।

রসূলপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ৭ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন রসূলপুর মক্তবে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক রূহুল আমীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা সোনামণি'র পরিচালক ইমাম হোসাইন। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে ১১৫ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল।

মোল্লাডাইং, পবা, রাজশাহী ৭ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার পবা উপযেলাধীন মোল্লাডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ছাবিহা তাসনীম।

দাঁড়ারধার, শাহ মখদুম, রাজশাহী ৮ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ৬-টা যেলার শাহমখদুম উপযেলাধীন দাঁড়ারধার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ হাশমতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রাশেদুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে তামান্না খাতুন।

হড়গ্রাম পূর্ব শেখপাড়া, শাহমখদূম, রাজশাহী ৮ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আসর যেলার শাহমখদূম উপযেলাধীন হড়গ্রাম পূর্ব শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মাইনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সামিরা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যাকিয়া খাতুন।

মারকায, নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮-এর 'সোনামণি মারকায এলাকা' কর্তৃক বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মারকায-এর মক্তব বিভাগের শিক্ষক আব্দুল আউয়াল ও নিযামুদ্দীন। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয নুমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে উসমান গণী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকার পরিচালক আবু রায়হান।

নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১৭ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন নলত্রী নতুন পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক রূহুল আমীন ও অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ কামাল হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা সোনামণি'র পরিচালক ইমাম হোসাইন।

www.ahlehadeethbd.org

প্রাথমিক চিকিৎসা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

কেমন হবে শিশুর খাবার

সেলিনা বদরুদ্দীন, চিফ ডায়েটিশিয়ান
আজগর আলী হসপিটাল
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

আজকাল অধিকাংশ মা-বাবার একটি অভিযোগ হচ্ছে, আমার বাচ্চা খেতে চায়না। বাচ্চা দুষ্টুমি করছে, খেলছে, হাসছে কিন্তু খেতে চাচ্ছেনা। জোর করে দিলে মুখ থেকে বমি করে ফেলে দিচ্ছে। খাবার গ্রহণে শিশুর এই অনিহা কেন? এ সব অভিযোগের উত্তর দিতেই আমাদের আয়োজন।-

কেন শিশু খেতে চায়ানা?

অনেক মা প্রায়শই বলেন, আমার বাচ্চা খাবার মুখে নিয়ে বসে থাকে গিলে না। আবার কেউবা বলেন, আমার বাচ্চা শুধু চিপস এবং কেক খেতে চায়। অন্য একজন বলেন, আমার বাচ্চা চিপস, চকলেট আর ফাস্টফুড পাগল। কেউবা বলেন, বিজ্ঞাপন না দেখালে বাচ্চা খায়না। এখন প্রশ্ন হল, বাচ্চারাতো বিজ্ঞাপন, চা, কেক, চিপস, চকলেট, ফাস্টফুড চিনে না। ওকে এসব খাইয়ে অভ্যাস করেছেন কেন? আসলে অনেক মায়েরা তাদের বাচ্চাদের খাবার নিয়ে একটু বেশী চিন্তিত থাকেন বলে খাবারের ক্ষেত্রে কোন রুটিন মেনে চলেন না। আর এই অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে ধীরে ধীরে খাবারের প্রতি অনিহা তৈরী হয়। ক্ষুধা লাগলে শিশু খাবে এটাই স্বাভাবিক; আর হজম হলেই শিশুর ক্ষুধা লাগবে। যদি সুনির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে শিশুকে কিছু খাওয়ানো হয়, তবে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তা হল-

১. যে খাবার পেটে আছে তা ঠিকমত হজম হবেনা।

২. যে খাবার তাকে দেওয়া হয় তা সে পুরোপুরি খাবেনা, কারণ পূর্ণ ক্ষুধা লাগেনি।

৩. খাবার দেওয়ার ফলে তার যখন ক্ষুধা লাগার কথা ছিল, সেই ক্ষুধাটা তখন লাগবেনা। ফলে সে পরিমাণে আরো কম খাবে। জোর করলেও কোন লাভ হবেনা। বরং বমি ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

শিশু খেতে না চাওয়ার কারণ :

শিশুর খেতে না চাওয়াটা মায়ের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ। আবার শিশুর চিকিৎসকও যখন এই বিষয়টা খুব একটা আমলে নেই না, তখন মায়ের জন্য এটা হয়ে যায় অসহায়ত্বের বিষয়। আসলে শিশু খেতে না চাওয়াটা খুব সাধারণ একটা সমস্যা। প্রতিটা শিশুই আলাদা। আর তাদের খাবার চাহিদাও ভিন্ন। এমনকি এ কথাও বলা হয়ে থাকে, দিন ভেদে একই শিশুর খাবারের প্রতি চাহিদা বা আগ্রহের পরিবর্তন ঘটে। মাঝে মধ্যে শিশু কোন ঝামেলা ছাড়াই তার জন্য নির্ধারিত খাবার খেয়ে

www.ahlehadeethbd.org

ফেলে। আবার অন্যদিন হয়ত একমদই খেতে চায়না। এতে মা-বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন। ধারণা করে থাকেন যে, এটা বুঝি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। আসলে ব্যাপারটি তা নয়। আপনার বাচ্চা যদি স্বাভাবিক চলাফেরা ও খেলা-ধুলায় ক্লান্ত না হয়ে পড়ে তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। সাধারণত যেসব কারণে শিশু খেতে চায়না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

১. জোরপূর্বক খাওয়ানো। জোর করে খাওয়ানোর ফলে শিশুর মধ্যে প্রচণ্ডভাবে খাদ্য অনিহা দেখা দেয়।

২. অনেক সময় শক্ত খাবার, অপসন্দের খাবার এবং একই খাবারের পুনরাবৃত্তি করে খাওয়ালে খাবারের প্রতি শিশুর অনিহা তৈরী হয় এবং সে খাবার দেখলে ভয় পায় বা বমি করে ফেলে।

৩. ছোট শিশুদের খাবারের গন্ধ এবং রং যদি ভাল না হয় বাচ্চারা সে খাবার খেতে চায়না, মুখ থেকে ফেলে দেয়।

৪. অনেক সময় শরীরের জিন ঘটিত কারণে কিছু কিছু খাবারের গন্ধ বা স্বাদ বাচ্চারা সহ্য করতে পারেনা। এর ফলে তারা সব ধরনের খাবার খেতে চায়না, বরং বেছে বেছে খায়।

৫. হজম প্রক্রিয়াতে সমস্যা থাকায় অনেক বাচ্চার ক্ষুধা কম পায় এবং খাবারে ইচ্ছা থাকেনা। একারণেও অনেক বাচ্চা খাবার খেতে চাই না।

৬. যেসব শিশুদের ঘন ঘন মুড পরিবর্তন হয়, তারা খাবার নিয়ে সমস্যা করে বেশী। নিজের স্বাধীন মেজাজ বুঝানোর জন্য বা বজায় রাখার জন্য অনেক শিশু খাবার নিয়ে বায়না ও জেদ করতে থাকে।

৭. শিশুর খাবার না খেতে চাওয়ার পিছনে অনেক সময় সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার কাজ করে। যেসব বাচ্চার মা অতিরিক্ত আদর বা শাসন করে, সে বাচ্চাদের মধ্যে খাবার নিয়ে ঝামেলা করার প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

৮. অনেক মা শিশুকে নিয়ম মত খাওয়ানোর মাঝে কান্নামাত্রই বা অন্যান্য খাবার খাওয়ান। এই অনিয়মিত খাবারের কারণে শিশুর খাবারের রুচি ও ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে খাবার খেতে অনিহা প্রকাশ করে।

৯. কোন কোন বাড়ীতে শিশু নিজের খাবার সময় ছাড়া অন্য সময়ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে খায়। আবার অনেক মা তার শিশু ৭-টার সময় পেট ভরে খায়নি বলে ৮-টার সময় তাকে আরো একবার খাবার দেন, ৯-টার সময় আবার চেষ্টা করেন এবং এমনিভাবে সারাদিন ধরেই প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এসব অভ্যাসই শিশুর খাবারের প্রতি অনিহা তৈরী করে।

১০. মুখ ভর্তি করে খাবার দিলে অনেক সময় তার গিলতে সমস্যা হয়। যার ফলে খাবার গ্রহণে শিশু অনিহা প্রকাশ করতে পারে।

[চলবে]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাষা শিক্ষা

ঘরবাড়ী

যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ইট - اَجُرَّةٌ - Brick (ব্রিক্)

কক্ষ – غُرْفَةٌ - Room (রূম)

কাঠ – خَشَبٌ - Wood (উড)

খুঁটি – عَمُوْدٌ - Post (পৌস্ট্)

গোসলখানা – حَمَّامٌ - Bath-room (বাথ-রূম)

ছাদ – سَقْفٌ - Roof (রূফ)

জানালা – نَافِذَةٌ - Window (উইন্ডৌ)

তাক – رَفٌّ - shelf (শেল্ফ)

দরজা – بَابٌ - Door (ড্যর্)

দালান – مَبْنَى - Building (বিল্ডিং)

দেওয়াল – جِدَارٌ -Wall (ওয়াল্)

পায়খানা – بَيْتُ الْخَلَاء - Latrine (ল্যাট্রীন)

পেরেক – وَتَدٌ - Nail (নেইল)

প্রাসাদ – قَصْرٌ - Palace (প্যালিস)

বাড়ী – بَيْتٌ - Home (হৌম)

ভিত্তি – أَسَاسٌ - Faundation (ফউণ্ডেইশ্ন)

মেঝে – أَرْضِيَّةٌ - Floor (ফ্ল্যর)

রান্নাঘর – مَطْبَخٌ - Kitchen (কিচিন)

সিঁড়ি – سُلَّمٌ - Ladder (ল্যাডার)

কুইজ

১. 'প্রত্যেক পাত্রই তাতে জিনিস রাখার কারণে সংকুচিত হয়, একমাত্র কিসের পাত্র সংকুচিত হয় না?
উ:..
....
....

২. মসজিদে নববীর বাইরে চারপাশে পিলারের উপরে চারকোণা স্বয়ংক্রিয় ছাতার সংখ্যা কতটি?
উ:..

৩. কারা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করেন?
উ:..

৪. ইবরাহীম (আঃ) কার নির্দেশে তাঁর শিশুসন্তান ইসমাঈল ও হাযেরাকে বর্তমান কা'বা ঘর ও যমযম কূপের সন্নিকটে রেখে আসেন?
উ:..

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কার সাথে বন্ধুত্ব করতে বলেছেন?
উ:..

৬. নিশ্চয়ই সফলকাম মুমিন কারা?
উ:..
....
....

৭. মিসওয়াকের মাধ্যমে কী লাভ করা যায়?
উ:..
....

৮. পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে সতর কতটুকু?
উ:..
....
....

৯. মন্দকে কিভাবে প্রতিহত করা উচিত?

www.ahlehadeethbd.org

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৮।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. ৩০ নেকী **২.** অনুরূপ ৭টি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে **৩.** ৫টি **৪.** পাকস্থলীর ক্ষতি হয় **৫.** ৪টি **৬.** ১৫ টাকা **৭.** উটনীর পিঠে **৮.** ৫০ বছর পর **৯.** ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : জাফরীন, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : ইসমত আরা, মক্তব বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : নাহিদুল ইমলাম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : ....
প্রতিষ্ঠান : ....
.... শ্রেণী : ....
ঠিকানা : ....
....
মোবাইল : ....

আমাদের আহ্বান

[বাকী অংশ]

আপনার সোনামণিকে-

২০. দো'আ শেখাবেন, অজ্ঞ রাখবেন না।

২১. কুরআন শেখাবেন, মূর্খ রাখবেন না।

২২. হাদীছ শুনাবেন, বাজে গল্প বলবেন না।

২৩. সালাম শেখাবেন, বাই-বাই টা-টা শেখাবেন না।

২৪. সুপথ দেখাবেন, কুপথ দেখাবেন না।

২৫. ইসলামী জাগরণী শেখাবেন, অশ্লীল গান শেখাবেন না।

২৬. ভাল নামে ডাকবেন, গাধা-বোকা বলবেন না।

২৭. হিসাব শেখাবেন, বেহিসাবী রাখবেন না।

২৮. ইসলামী পোশাক পরাবেন, অর্ধনগ্ন রাখবেন না।

২৯. আমানত শেখাবেন, খেয়ানত শেখাবেন না।

৩০. ক্ষমা শেখাবেন, অভিশাপ শেখাবেন না।

৩১. হালাল খাওয়াবেন, হারাম খাওয়াবেন না।

৩২. দানশীল বানাবেন, কৃপণ বানাবেন না।

www.ahlehadeethbd.org